বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

মামলা নং-২/২০১৩

প্রফেসর মোঃ এনায়েত হোসেন মিয়া **ফরিয়াদী**
রেজিস্ট্রার,
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি,
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।

বনাম

কাজী রুকুনউদ্দিন আহমেদ **প্রতিপক্ষ**
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
দৈনিক যায় যায় দিন
এইচ.আর.সি. মিডিয়া ভবন, লাভ রোড
৪৪৬/ই+এফ+জি, তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ চেয়ারম্যান।
২। জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল সদস্য।
৩। ড. উৎপল কুমার সরকার সদস্য।
৪। জনাব আকরাম হোসেন খান সদস্য।

ফরিয়াদীর পক্ষে ঃ জনাব এ. কে. এম. আশ্রাফুল হোসেন, এডভোকেট।
প্রতিপক্ষে ঃ জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন, এডভোকেট।
শুনানীর তারিখ ঃ ০৮/০৯/২০১৫ ও ০৫/১০/২০১৫।
রায়ের তারিখ ঃ ১৩/১০/২০১৫।

রায়

অত্র দরখাস্ত দাখিল করে ফরিয়াদী নিবেদন করে যে, ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক যায়যায় দিন পত্রিকায় "বিইউবিটি ঃ গলাকাটা বিশ্ববিদ্যালয়" শিরোনামে সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে অত্র প্রতিষ্ঠানটিকে জনসমক্ষে ও সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। অভিযুক্ত সংবাদ-এর মূল পেপার এবং ফরিয়াদীর বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র দাখিল করেছে। বিইউবিটি একটি উচ্চ শিক্ষার জন্য মান সম্মত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যা ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃত। বিগত ১২/১২/২০১০ইং তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রথম পর্বে মূল্যায়নকৃত মানসম্মত আট (০৮) টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিইউবিটি কে একটি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যা বিগত ১৩/১২/২০১০ইং তারিখে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে মান সম্মত অন্যান্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি এবং অন্যান্য ফি অপেক্ষা বিইউবিটি'র বিভিন্ন প্রোগ্রামের টিউশন ফি অনেক কম। যা বিইউবিটির প্রকাশিত ফি এর তালিকা দেখে যাচাইযোগ্য। প্রকাশিত ফি ব্যতিত ছাত্র-ছাত্রীদের নামে-বেনামে অতিরিক্ত কোন প্রকার ফি দিতে হয় না। "বিবিএ প্রোগ্রামে ছাত্র/ছাত্রীদের কাছ থেকে পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকা আদায় করা হয়" এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। যা সরেজমিনে ছাত্র-ছাত্রীদের জবানবন্দী এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত টাকা প্রাপ্তির রশিদ দেখে যাচাই যোগ্য।

পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টির ১ জুলাই ২০০৬ সাল থেকে ব্যয় অপেক্ষা আয় উদ্বৃত্ত হওয়া শুরু হয়েছে। যা ইউজিসি এবং আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আর্থিক বিবরণীতে প্রতিফলিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে দাখিলকৃত আয় ব্যয়ের ভিত্তিতে বিইউবিটি ২০০৬-২০০৭ সালে ১৪,৮২,৩৫৪/- টাকা, ২০০৭-২০০৮ সালে ১০,১০,০৫৩/- টাকা, ২০০৮-২০০৯ সালে ১৬,৯৩,৬০০/- টাকা এবং ২০০৯-২০১০ সালে ১৫,৮২,১৯৭/- টাকা আয়কর প্রদান করেছে। যা ০৭২-৩০০-০৩৪৬/সাঃ ২২৮ TIN নাম্বারে আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট এবং ইউজিসি থেকে যাচাইযোগ্য। কাজেই "আর্থিক বিবরণীতে আয়-ব্যয় সমান দেখিয়ে তা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে (ইউজিসি) জমা দেয়া হয় এবং আয়কর ফাঁকি দেয়া হয়" এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। শুরু থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্মিত ঢাকা কমার্স কলেজের মালিকানাধীন ১১ তলা ভবনে বিইউবিটির একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। তাছাড়া ২০১০ সাল থেকে ইউজিসি তথা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নিজস্ব ক্যাম্পাসে (প্লট নং-৭৭-৭৮, প্রধান সড়ক, রুপনগর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬) বিইউবিটির বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বিইউবিটির কোন কর্মকান্ডই কোন এ্যাপার্টমেন্ট ভবনে পরিচালিত হচ্ছে না, যা সরেজমিনে পরিদর্শনে যাচাইযোগ্য। বিইউবিটি কখনোই সার্টিফিকেট বিক্রির মত জঘন্য কাজের সঙ্গে জড়িত নয়। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুন্ন এবং মানহানিকর ছাড়াও সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কলঙ্ক ছড়ানো ছাড়া কিছুই নয়। বিইউবিটিতে কঠোরভাবে শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। শতকরা সত্তর ভাগ উপস্থিতি না থাকলে কোন শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহন করতে দেওয়া হয় না। চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুয়েটের অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা গঠিত পরীক্ষা কমিটির মাধ্যমে মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে কেবলমাত্র পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে বিইউবিটি অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করে। তাছাড়া বিইউবিটি'র শিক্ষা কার্যক্রমে ইংরেজী মাধ্যমের পাশাপাশি বাংলা চর্চার কার্যক্রমও প্রচলিত আছে এবং সহসাই এখানে বাংলা ভাষায় ডিগ্রী কোর্স চালু করা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিইউবিটিতে উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম চালু রয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে বিইউবিটিতে জার্নাল এবং নিউজ লেটার নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

সুতরাং, বিইউবিটি সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদে একে গলাকাটা এক বিশ্ববিদ্যালয়, গলাকাটা ফি আদায়, শিক্ষা বাণিজ্য, সার্টিফিকেট বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করা, লাগামহীন বেতন ও ফি আদায়, ফি ব্যতিত বেনামে অর্থ আদায়, মিথ্যা আর্থিক বিবরণীতে আয়-ব্যয় সমান দেখিয়ে আয়কর ফাঁকি, বিবিএ প্রোগ্রামে পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টাকা ফি আদায়, এ্যাপার্টমেন্ট ভবনে শ্রেণীকক্ষ বানিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি উল্লেখে সকল কাল্পনিক, মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং বানোয়াট তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। উপরোক্ত মানহানিকর সংবাদ প্রকাশের জন্য বিইউবিটি কর্তৃপক্ষ বিচার প্রার্থী। প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনটি অত্র প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ও সুনাম নষ্ট করেছে। বিশেষভাবে নিম্নবর্ণিত অংশ সমূহ আমাদেরকে আঘাত করেছেঃ–

"বিইউবিটি গলাকাটা এক বিশ্ববিদ্যালয়, ইউজিসিকে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে লাখ লাখ টাকার রাজস্ব ফাঁকি, গলাকাটা ফি আদায়, শিক্ষা বাণিজ্য, সার্টিফিকেট বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করা, লাগামহীন বেতন ও ফি আদায়, ফি ব্যতিত বেনামে অর্থ আদায়, মিথ্যা আর্থিক বিবরণীতে আয়-ব্যয় সমান দেখিয়ে আয়কর ফাঁকি, বিবিএ প্রোগ্রামে পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টাকা ফি আদায়, এ্যাপার্টমেন্ট ভবনে শ্রেণীকক্ষ বানিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি"।

এ ধরনের আপত্তিজনক সংবাদ প্রতিবেদন ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদক মহোদয়ের কাছে প্রতিবাদ ও উকিল নোটিশ পাঠানোর পরেও দৈনিক যায়যায় দিন পত্রিকার সম্পাদক মহোদয় ফরিয়াদীর প্রতিবাদটি ছাপেনি। তাই ফরিয়াদী আইনানুগ শাস্তি প্রদানের জন্য বিচার প্রার্থনা করে।

ফরিয়াদী পক্ষের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষের জবাব নিম্নরূপঃ

প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর দরখাস্তের বিভিন্ন বর্ণনা এবং প্রার্থনা অস্বীকার করতঃ তাহার জবাবে নিবেদন করে যে, ফরিয়াদী অত্র মোকাদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ উদ্ভব হয় নাই বিধায় ফরিয়াদীর উক্ত মোকাদ্দমা সরাসরি খারিজযোগ্য এবং অত্র মোকাদ্দমা আকারে ও প্রকারে অচল বিধায় অত্র মোকাদ্দমা খারিজযোগ্য। ফরিয়াদীর অত্র মোকাদ্দমা দায়ের এর কোন লোকালষ্টেন্ডাই নাই বিধায় অত্র মোকাদ্দমা খারিজযোগ্য এবং বর্তমান মোকাদ্দমা প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট এর বিধান মতে চলতে পারে না বলে মোকাদ্দমা খারিজযোগ্য।

পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

গত ১৩/১২/২০১২ তারিখ দৈনিক যায়যায় দিন পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি সম্পর্কিত প্রতিবেদনটি সঠিক ও তথ্য নির্ভর। ফরিয়াদী প্রতিষ্ঠানটিকে জনসমক্ষে ও সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা আদৌ সঠিক নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিজস্ব জমিতে ক্যাম্পাস গড়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যর্থ বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে রেড এলার্ট তালিকাভূক্ত করে। এর মানে এই নয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মান সম্মত। নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা না করায় রেড এলার্টে অনেক নাম করা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছিল, এর অন্যতম বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ, স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, উত্তরা ইউনিভার্সিটি। এছাড়া নিজস্ব ক্যাম্পাস আছে এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও রেড এলার্ট তালিকায় ছিলো যেমন- আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করা যাবেনা। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১১ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমান জমি না থাকার কারণে অনেক সনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সবুজ সংকেত তালিকায় ছিলনা। যেমনঃ আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ডেফোডিল ইউনিভার্সিটি। কাজেই নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চালালেই বিশ্ববিদ্যালয়টি মানসম্মত এ যুক্তি সঠিক নয়। ফরিয়াদি প্রতিষ্ঠান ইউজিসিতে জমা দেয়া আর্থিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে বিবিএ (মেজর ইন অ্যাকাউন্টিং, ফিন্যান্স, মার্কেটিং, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা) পড়াশোনা খরচ মাত্র ২ লাখ ৮৫ হাজার টাকা। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হলো এ কোর্সে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আরো অনেক বেশি ব্যয় করতে হয়। স্প্রিং সেমিস্টারে ভর্তি আনুসঙ্গিক তথ্য তালিকা থেকেও এর সত্যতা প্রমান পাওয়া যায়। তবে ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদনে পূর্ণাঙ্গ তথ্যাবলী নির্দেশিত পাতায় বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থী প্রতি ব্যয় ৪৩,৬০৭.০০/- টাকা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রতিয়মান হয় যে, গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের পড়াশোনা খরচ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লুকোচুরি করছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সর্বশেষ বার্ষিক (২০১০ সালের) প্রতিবেদনে (৩৭ তম বার্ষিক প্রতিবেদন) ১৯৯ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)) কর্তৃপক্ষের জমা দেয়া আর্থিক বিবরণী বিশ্ববিদ্যালয়টি আয়-ব্যয় সমান (ব্রেক ইভেন পয়েন্ট) দেখিয়েছে। অথচ ফরিয়াদী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছে ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টির ১ জুলাই ২০০৬ সাল থেকে ব্যয় অপেক্ষা আয় উদ্বৃত্ত হওয়া শুরু হয়েছে এবং ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ১৫৭৯.৮৭ লক্ষ টাকা আয়কর প্রদান করেছে। এখানে উল্লেখ্য, প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে প্রাপ্য তথ্য থেকে লেখা হয়েছে। ফরিয়াদী স্বীকার করেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি ঢাকা কমার্স কলেজের কয়েকটি কক্ষ নিয়ে যাত্রা শুরু করে। জানা মতে এখনো ঢাকা কমার্স কলেজে কিছু কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে। আর ঢাকা কমার্স কলেজ একটি বহুতল ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যেসব কোর্সে দু'হাতে টাকা কামানো যাবে সে সব কোর্স খুলেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বাজারমুখী ডিগ্রী বিবিএ, ইংরেজী, কম্পিউটার সায়েন্স, এলএলবির মত কোর্সগুলোতে নিয়মিত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রতি নূন্যতম শ্রদ্ধাবোধ কিংবা বাংলা বিষয়ে শিক্ষার কোন সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখা হয়নি। প্রতিবেদনে সঠিক তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। যার বিস্তারিত প্রমাণ আমাদের অত্র বক্তব্যতে নথিপত্রসহ উল্লেখ করেছি। এতে ফরিয়াদী প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ও সুনাম ক্ষুন্ন হলেও সত্য রিপোর্ট করা আমাদের সম্পাদকীয় নীতি।

ফরিয়াদীর পাঠানো প্রতিবাদ ছাপানো হয়নি বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। প্রতিবাদটি ২১/১২/২০১২ তারিখ দৈনিক যায়যায় দিন পত্রিকায় শেষের পাতায় প্রতিবেদকের বক্তব্যসহ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হয়েছে। পরিশেষে ফরিয়াদীর হেতু বিহীন দরখাস্তখানা ন্যায় বিচারের স্বার্থে খারিজ করার জন্য আবেদন করেন।

প্রতিপক্ষের দাখিলকৃত জবাবের প্রেক্ষিতে ফরিয়াদী প্রতিউত্তর দাখিল করেছে।

প্রতিপক্ষের বক্তব্য সঠিক নহে বিধায় ফরিয়াদী পক্ষের দাখিলকৃত মামলাটি খারিজ যোগ্য নহে। প্রতিপক্ষের জবাবের বক্তব্য অস্বীকার করে এবং ফরিয়াদী তাদের বক্তব্য সঠিক দাবী করেছে এবং জবাবে সুনির্দিষ্ট কোন বিধান উল্লেখ না থাকায় মামলাটি চলতে কোন বাধা নেই। বিগত ১৩/১২/২০১২ইং তারিখে দৈনিক যায়যায় দিন পত্রিকায় প্রকাশিত বিইউবিটি সম্পর্কিত প্রতিবেদনটি ছিল কতেক মিথ্যা এবং সম্পূর্ণরূপে ভুল তথ্যের ভিত্তিতে।

পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

ফলে ফরিয়াদির অত্র প্রতিষ্ঠানটিকে জনসমক্ষে ও সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ এর সকল ধারা প্রতিপালন করে পরিচালিত হচ্ছে এবং নিজস্ব ক্যাম্পাসসহ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত সার্বিক ব্যবস্থাপনায় অদ্যাবধি কোন ব্যর্থতা না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়টি আজ পর্যন্ত কখনও রেড এলার্ট এর তালিভূক্ত হয় নাই বরং বিইউবিটি একটি উচ্চ শিক্ষার জন্য মানসম্মত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যা ইউজিসি এবং শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃত। বিগত ১২/১২/২০১০ইং তারিখে শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রথমপর্বে মূল্যায়ণকৃত মানসম্মত আটটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর মধ্যে বিইউবিটিকে একটি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যা বিগত ১৩/১২/২০১৩ইং তারিখে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া, মহামান্য রাষ্ট্রপতি তথা চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত অডিট ফার্মের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বিষয়াদির অডিট কার্যক্রম সম্পাদন ও অডিট রিপোর্ট নিয়মিত কমিশনে জমা দান ইত্যাদি নিয়ম মেনে চলার ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় এখনও পর্যন্ত কমিশনের নিকট ধরা পড়েনি। ইউজিসিতে দাখিলকৃত আর্থিক প্রতিবেদনে Under Graduate Programs BBA (মেজর ইন একাউন্টিং, ফিন্যান্স, মার্কেটিং, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা) পড়াশুনার খরচ দেখানো হয়েছে ২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা যাহা সম্পূর্ণ তথ্য ভিত্তিক এবং এই পরিমান টাকাই প্রতি ছাত্রের কাছ হইতে আদায় করা হয়। ইহার অতিরিক্ত কোন টাকা কোন শিক্ষার্থী হতে আদায় করা হয় না। অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের কোন প্রমান প্রতিপক্ষ দিতে পারেনি এবং স্প্রিং সেমিষ্টারে ভর্তি আনুষঙ্গিক তথ্য তালিকা হইতে ইহার সত্যতা প্রমান পাওয়ার মন্তব্যটি সঠিক নহে । তাছাড়া বিইউবিটি'র শিক্ষার্থী প্রতি বার্ষিক ব্যয় ৪৩,৬০৭/- টাকা যাহা স্বীকৃত, তথ্য ভিত্তিক, প্রকাশিত এবং প্রচারিত। সুতরাং গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের পড়াশুনার খরচের ব্যাপারে লুকোচুরি করার বিষয়টি সঠিক নহে। ইউজিসির নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য তাহাদের প্রদত্ত ছক অনুযায়ী আয় ব্যয় দেখাতে হয়। কিন্তু উক্ত ছকে আয় ও ব্যয় ছাড়া উদ্বৃত্ত দেখানোর কোন কলাম না থাকায় ইউজিসির ২০১০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে আয় ব্যয় সমান দেখানোর বিষয়টি ইচ্ছাকৃত নয়। নির্দিষ্ট ছকের কারণে এটি একটি তথ্যগত বিভ্রান্তি। বিইউবিটি ২০০৪-২০০৫ করবর্ষ হইতে ২০১০-২০১১ করবর্ষ পর্যন্ত মোট ১,২১,০৪,৮৪১/- টাকা আয়কর প্রদান করেছে। এর মধ্যে ৪২,৪৫,৯০৫/- টাকা উৎসে করকর্তন সমন্বয় করে বাকী ৭৮,৫৮,৯৩৬/- টাকা বিভিন্ন পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়টি কমার্স কলেজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেহেতু কমার্স কলেজের কয়েকটি কক্ষ নহে বরং একটি আলাদা বহুতলা ভবনের ৬৬,৩৩৫ বর্গফুটের ৭টি ফ্লোর নিয়ে ইহার কার্যক্রম পরিচালনা শুরু হয়। যাহা ইউজিসি কর্তৃক ২য় ক্যাম্পাস হিসাবে অনুমোদিত। তবে ২০১০ সাল হতে ইউজিসি তথা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিইউবিটি'র নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাস যাহার প্লট নং ৭৭-৭৮, প্রধান সড়ক, রূপনগর, মিরপুর-২ এ অধিকাংশ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কেবলমাত্র দুই হাতে টাকা কামানোর বাজারমুখী কোর্সই চালু করা হয় নাই। তবে ইহা স্বীকৃত যে, বাংলা ভাষার উচ্চতর ডিগ্রি কোর্স চালু করা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিগত ১৩/১২/২০১২ইং তারিখের প্রতিবেদনে সঠিক এবং বাস্তব কোন তথ্য পরিবেশন করা হয় নাই। বরং সত্য এবং সঠিক তথ্যগুলিকে গোপন রাখা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট উক্তিতে ফরিয়াদীর প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ও সুনাম ক্ষুন্ন করার লক্ষ্যেই উক্ত প্রতিবেদনটি পরিবেশন করা হয়েছে।

ফরিয়াদী কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনটি সাংবাদিকতার রীতি অনুযায়ী ১ম পৃষ্ঠায় যথাস্থানে না ছাপিয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে "বিইউবিটি'র প্রতিবাদ এবং প্রতিবেদকের বক্তব্য" শিরোনামে একই ধরনের বিতর্কিত বক্তব্য শেষ পৃষ্ঠায় পুনরায় উপস্থাপন করেছে। যা ফরিয়াদীর প্রতিষ্ঠানটির জন্য আবারো সুনাম ক্ষুন্নের সামিল। প্রতিপক্ষের প্রতিবেদনে ফরিয়াদী কর্তৃক সার্টিফিকেট বেচাকেনার অসত্য, কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিপক্ষের জবাবে বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। মূলতঃ প্রতিপক্ষের দাখিলকৃত জবাব এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি সার্বিক পর্যালোচনায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ ফরিয়াদী পক্ষের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাহার দাখিলকৃত জবাবে যুক্তি সঙ্গত কোন বক্তব্য বা তথ্যাদি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রকৃত সত্য যে, ফরিয়াদীর প্রতিষ্ঠানটিকে জনসমক্ষে এবং সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টায় কিছু সংখ্যক কুচক্রি মহলের সহায়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রতিবেদক মিথ্যা, বানোয়াট, কাল্পনিক ও মনগড়া এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ আনয়ন করে বিগত ১৩/১২/২০১২ইং তারিখে প্রতিপক্ষ মানহানিকর এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। পরিশেষে, ফরিয়াদী ন্যায্য বিচারের প্রার্থনা করেন।

পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

ফরিয়াদীর পক্ষে জনাব মোঃ এ. কে. এম. আশ্রাফুল হোসেন, এডভোকেট বিচারিক কমিটির সম্মুখে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন কালে ফরিয়াদীর আর্জি, প্রতিবাদীর জবাব এবং বাদীর প্রতিউত্তর পড়ে শুনান। মূল আর্জির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন যে, প্রতিবাদীর রিপোর্ট ভিত্তিহীন, মনগড়া একারণেই ফরিয়াদীর প্রতিবাদলিপিখানা শেষের পৃষ্ঠায় ছোট করে ছেপেছে। ফরিয়াদীর বিজ্ঞ কৌশলী বলেন প্রতিবাদীর প্রতিবেদন সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কারণ বিইউবিটি প্রকাশিত ফি ব্যতিত ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে নামে বেনামে অতিরিক্ত কোন প্রকার ফি এবং বিবিএ প্রোগ্রামে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকেও পাঁচ থেকে ছয় লাক্ষ টাকা আদায় করে না বরং প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, যা দ্বারা ফরিয়াদীকে জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে যা আইনের চোখে দন্ডনীয়। তিনি আরও নিবেদন করে যে, বিইউবিটি সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদে *"বিইউবিটি গলাকাটা এক বিশ্ববিদ্যালয়, ইউজিসিকে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে লাখ লাখ টাকার রাজস্ব ফাঁকি, গলাকাটা ফি আদায়, শিক্ষা বাণিজ্য, সার্টিফিকেট বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করা, লাগামহীন বেতন ও ফি আদায়, ফি ব্যতিত বেনামে অর্থ আদায়, মিথ্যা আর্থিক বিবরণীতে আয়-ব্যয় সমান দেখিয়ে আয়কর ফাঁকি, বিবিএ প্রোগ্রামে পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টাকা ফি আদায়, এ্যাপার্টমেন্ট ভবনে শ্রেণীকক্ষ বানিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি"*, উল্লেখ করে বিইউবিটির ভাবমূর্তি ও সুনাম নষ্ট করেছে, যার জন্যে বিইউবিটি কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

বিজ্ঞ কৌশলী আরও নিবেদন করে যে, ফরিয়াদী বিইউবিটি ইউজিসির নির্দেশনা অনুযায়ী বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করে থাকে যাতে বিইউবিটির আয়-ব্যয় এর হিসাব দেখানো হয়। কর্তৃপক্ষ এমনিভাবে ২০০৪-২০০৫ করবর্ষ হইতে ২০১০-২০১১ পর্যন্ত মোট ১,২১,০৪,৮৪১/- টাকা আয়কর প্রদান করেছে, তবে এর মধ্যে ৪২,৪৫,৯০৫/- টাকা উৎসে করকর্তন করে বাকী ৭৮,৫৮,৯৩৬/- টাকা বিভিন্ন পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে কিন্তু প্রতিবেদক এরূপ তথ্যাদির প্রতিফলন না ঘটিয়ে মনগড়া রিপোর্ট করে বিইউবিটির অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। বিজ্ঞ কৌশলী আরও বলেন যে, ফরিয়াদীর প্রতিষ্ঠানটিকে জনসমক্ষে এবং সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টায় কিছু সংখ্যক কুচক্রি মহলের সহায়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রতিবেদক মিথ্যা, বানোয়াট, কাল্পনিক ও মনগড়া এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ আনয়ন করে বিগত ১৩/১২/২০১২ইং তারিখে প্রতিপক্ষ মানহানিকর এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তিনি আরও নিবেদন করে যে ফরিয়াদী কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবাদখানা সাংবাদিকতার নীতি অনুযায়ী ১ম পৃষ্ঠায় না ছেপে অসৎ উদ্দেশ্যে বিইউবিটি'র প্রতিবাদ এবং প্রতিবেদকের বক্তব্য" শিরোনামে একই ধরনের বিতর্কিত বক্তব্য শেষ পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করে ফরিয়াদীকে ছাত্রছাত্রীসহ জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন ও মান-সম্মান ক্ষুন্ন করা হয়েছে। পরিশেষে, ফরিয়াদী ন্যায্য বিচারের প্রার্থনা করেন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বিচারিক কমিটির সম্মুখে হাজির হয়ে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন কালে বাদীর আর্জির, প্রতিউত্তরের বক্তব্য এবং ফরিয়াদীর কৌশলীর যুক্তি-তর্ক অস্বীকার করেন। বিজ্ঞ কৌশলী নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদী অত্র মোকাদ্দমা দায়ের এর কোন কারণ উদ্ভব হয় নাই বিধায় ফরিয়াদীর মোকাদ্দমা সরাসরি খারিজ যোগ্য।

তিনি আরও বলেন যে, হেতু বিহীন মোকাদ্দমা প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট এর বিধান মতে চলতে পারে না বিধায় মোকাদ্দমা খারিজ করা একান্ত আবশ্যক। বিজ্ঞ কৌশলী আর্জির ৪র্থ দফার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা, কারণ প্রতিবাদী ফরিয়াদীর প্রতিবাদটি ২১/১২/২০১২ তারিখে দৈনিক যায়যায় দিন পত্রিকার শেষের পাতায় প্রতিবেদকের বক্তব্য সহকারে প্রকাশ করেছে যা তাদের জবাবের ৮ম দফায় সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করেছে। কিন্তু ফরিয়াদীর বিজ্ঞ কৌশলী আর্জিতে মিথ্যা তথ্য পরিবেশনের জন্য বিচারিক কমিটির সম্মুখে দুঃখ প্রকাশ করা তো দূরের কথা, বরং গোপন করার প্রয়াস পেয়েছে যা বিচারিক কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল এর সুস্পষ্ট ভাবে দৃষ্টি গোচর হয়েছে। কেবল সত্য গোপনের জন্য মোকাদ্দমাটি খারিজ করা প্রয়োজন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী আরও নিবেদন করেন যে, সাংবাদিকতার রীতিনীতি মেনে প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতামত নেওয়ার জন্য যোগাযোগ করেছিল কিন্তু ফরিয়াদীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডেপুটি রেজিস্ট্রার- তিনি কোন বক্তব্য দেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি এবং পরবর্তীতে যোগাযোগ করার কথা বলেও তিনি যোগাযোগ করেনি যা প্রতিবেদনের শেষ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি এরপর বর্তমান অভিযোগ দাখিলের কোন হেতু থাকেনা বলে মত প্রকাশ করেন। কাজেই ফরিয়াদীর অভিযোগ খানা খরচসহ খারিজ করা আবশ্যক।

পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

তিনি আরও নিবেদন করে যে, সাংবাদিকতার রীতিনীতি মেনে সত্য এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ/প্রতিবেদন পরিবেশন করা এবং সংবাদপত্র জনগনের জন্য দুঃখ লাঘবের জন্য প্রতিবেদন প্রচার করা, এটাই গ্রহনযোগ্য রীতিনীতি এবং কথিত মতে ফরিয়াদীর ভাবমূর্তি ও সুনাম ক্ষুন্ন হলেও সত্য রিপোর্ট করা সম্পাদকীয় দায়িত্ব। জনগণের ক্ষতি হবে এ সম্পর্কে সত্য তথ্য দেয়া যাবেনা, এটা কিন্তু সংবাদ এর রীতি নীতি নয় বরং সত্য প্রকাশে দৃঢ় অবস্থান ধারণ করাই সাংবাদিকতার রীতি। পরিশেষে, তিনি খরচসহ মামলাটি খারিজ করার আবেদন জানান।

ফরিয়াদীর আর্জি, প্রতিপক্ষের জবাব এবং ফরিয়াদীর প্রতিউত্তর দাখিলের প্রেক্ষিতে বিচার্য বিষয় হলো ঃ প্রতিপক্ষের প্রতিবেদন পত্রিকায় প্রকাশের পর ফরিয়াদী সংক্ষুব্ধ হওয়ার কোন হেতু আছে কিনা?

বাদী প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পেতে পারে কিনা?

ফরিয়াদীর আর্জি, প্রতিপক্ষের জবাব এবং ফরিয়াদীর প্রতিউত্তর পরীক্ষা করে দেখা হলো। পক্ষগণের বিজ্ঞ কৌশলী গণের যুক্তি-তর্ক শুনা হলো। ফরিয়াদীর আর্জি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ফরিয়াদী আর্জির ৪ দফায় উল্লেখ করেছে যে, ফরিয়াদীর প্রতিবাদ প্রতিপক্ষ ছাপায়নি, যা নিম্নে হুবুহু উদ্ধৃত করা হলো ঃ

> *"৪। এ ধরনের আপত্তিজনক সংবাদ প্রতিবেদন ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদক মহোদয়ের কাছে আমরা প্রতিবাদ ও উকিল নোটিশ পাঠানোর পরেও দৈনিক যায়যায় দিন পত্রিকার সম্পাদক মহোদয় আমাদের প্রতিবাদটি ছাপেননি।"*

প্রতিপক্ষের জবাব পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রতিবাদটি ২১/১২/২০১২ তারিখের দৈনিক যায়যায় দিন পত্রিকার শেষের পাতায় প্রতিবেদকের বক্তব্যসহ গুরুত্ব সহকারে প্রতিবাদটি প্রকাশ করা হয়েছে, যা আলোচনার স্বার্থে নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

> *"৮। ফরিয়াদীর পাঠানো প্রতিবাদ ছাপানো হয়নি বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। প্রতিবাদটি ২১/১২/২০১২ তারিখ দৈনিক যায়যায় দিন পত্রিকায় শেষের পাতায় প্রতিবেদকের বক্তব্যসহ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হয়েছে।"*

প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রতিবেদক প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট যোগাযোগ করেছিল কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহযোগিতা করেনি মর্মে প্রতিয়মান হয়। বরং প্রতিউত্তরে বলেছে "তবে এখন কথা বলতে পারবো না। আপনার ফোন নম্বর দিন, পরে আমি যোগাযোগ করব। কিন্তু তিনি আর যোগাযোগ করেনি।" তাই বক্তব্যটি প্রাসংগিক বিধায় প্রতিবেদনের শেষের অংশটুকু নিম্নে হুবুহু উদ্ধৃত করা হলো ঃ

> *"এ বিষয়ে বিইউবিটির উপ-নিবন্ধক এএইচএম আজমল হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এসব বিষয় নিয়ে এখন কথা বলতে পারব না। আমি এখন ব্যক্তিগত জীবন উপভোগ করছি।' কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক (রেজিস্ট্রার) হলেন একজন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা- এ বিষয়টি মনে করিয়ে দিলে তিনি বলেন, 'আমি ডেপুটি রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রার নই।' এরপর বিশ্ববিদ্যালয়টির সংশিষ্ট অন্য কারো সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তার কাছে সহযোগিতা চাইলে তিনি বলেন, 'এসব বিষয়ে কথা বলার জন্য আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তবে এখন কথা বলতে পারব না। আপনার ফোন নম্বর দিন, পরে আমি যোগাযোগ করব।' কিন্তু তিনি আর যোগাযোগ করেননি।"*

প্রতিবেদনের শেষ অংশটুকু পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডেপুটি রেজিস্ট্রার প্রতিবেদকের সাথে সহযোগিতা করেনি এবং পরেও আর যোগাযোগ করেনি, তা সুস্পষ্ট। ইউজিসির বক্তব্য অনুসারে, অন্যান্য নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ফরিয়াদীর নিজ জমি আছে এবং তাদের ক্যাম্পাসে কাজ করছে যা সংযোগকৃত কাগজপত্র থেকে পরিষ্কার।

পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ফরিয়াদী ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে আদায়কৃত টাকা মোট সংখ্যায় উল্লেখ করেছে এতে কিন্তু প্রতিবেদকের অভিযোগের উত্তর পাওয়া যায় না, কেননা ফরিয়াদী ছাত্রছাত্রীদের থেকে আদায়কৃত টাকার কোন রশিদ আর্জির সাথে বা পরবর্তীতে দাখিল করেনি বরং আর্জিতে উল্লেখ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত টাকা প্রাপ্তির রশিদ দেখে যাচাইযোগ্য। প্রতিবেদক সাংবাদিকতার রীতিনীতি অবলম্বন করে রিপোর্ট দেয়নি একথাও বলা যাবেনা কেননা প্রতিবেদক তার কর্তব্যবোধ থেকেই প্রতিবেদনের শেষের অংশে তার বক্তব্য তুলে ধরেছে। এতে রিপোর্টটি বানোয়াট বলা যাবে না।

প্রাসংগিকক্রমে এবং পক্ষগণের অবগতির জন্য **"বাংলাদেশ হলুদ সাংবাদিকতা", বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট,** কর্তৃক প্রকাশিত বইটির ১৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিত প্রবন্ধ ***"সংবাদ, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা হবে দল নিরপেক্ষ", মতিউর রহমান, সম্পাদক, দৈনিক প্রথম আলো***, এর তৃতীয় অনুচ্ছেদ নিম্নে হুবুহু উদ্ধৃত করা হলঃ

> *"আমরা আমাদের সব সাংবাদিককে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিষয়গুলো সম্পর্কে বলি এবং সতর্ক করি। তাদের বোঝাই এবং জানাই যে, সংবাদ-সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা হবে দল নিরপেক্ষ। তাঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব কোনো চিন্তাভাবনা, আদর্শ ও রাজনৈতিক মতবাদ থাকতেই পারে, তবে তিনি যখন সংবাদ লিখবেন তখন কারো পক্ষে-বিপক্ষে যাওয়ার মত করে লিখবেন না, বলবেন না এবং নিজের মতবাদ দ্বারা তা প্রভাবিত হবে না। সংবাদটি অবশ্যই সত্য, তথ্যবহুল ও নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করতে হবে। সংবাদটি যদি কারো বিপক্ষে যায় তাহলে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বক্তব্যও শুনতে হবে, জানতে হবে, লিখতে হবে, পত্রিকার পাতায় আনতে হবে এবং তা তুলে ধরতে হবে নিরপেক্ষতার সঙ্গে। পাঠক যেন সেই সংবাদটি পড়ে সব ধরনের মত, চিন্তা এবং বক্তব্যের প্রতিফলন দেখতে পায়। আমরা বারবার প্রশ্ন করি এবং বারবার বলি যে, সাংবাদিকের লেখাকে, সাংবাদিকতাকে এমনকি সাংবাদিককেও বারবার প্রশ্ন করবে, জিজ্ঞেস করবে, সন্দেহ করবে, তাকে অবিশ্বাস করবে এমনকি তার সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হতে হবে। এভাবেই চেষ্টা করে যাওয়া। তারপরও ভুল হতে পারে, ভুল হয়, হবে। বিশ্বের সব সংবাদপত্রে ভুল হয়, প্রশ্ন হলো ভুলটা স্বীকার করে কি-না, মানে কি-না। আমাদের সংবাদপত্রের কথা বলতে পারি, আমরা নিজেরাই বলি যে, গত সংখ্যায় যে সংবাদটি ছাপা হয়েছে তাতে আমাদের ভুল হয়েছিল, সেজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আর আমাদের সংবাদ সম্পর্কে যদি কেউ প্রতিবাদলিপি পাঠায় তবে আমরা সেই প্রতিবাদলিপিও প্রচারিত সংবাদের জায়গাটিতেই ছাপাই এবং সেসঙ্গে আমাদের যদি কিছু বলার থাকে তাহলে সেটাও লিখি।"*

ফরিয়াদীর প্রতিবাদটি ছাপানোর ব্যাপারে আর্জির বর্ণনা সঠিক নয়। তবে একথা সত্য প্রতিবাদ লিপিটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানো হয়নি বরং শেষ পৃষ্ঠায় প্রতিবেদকের বক্তব্য সহকারে ছাপানো হয়েছে। এক্ষেত্রে সাংবাদিকতার রীতিনীতি মানা হচ্ছে বলে প্রতিয়মান হয় না। প্রতিপক্ষ কর্তব্যে অবহেলা করেছে।

ফরিয়াদীর অভিযোগ, প্রতিপক্ষের জবাব, বাদীর প্রতিউত্তর এবং পক্ষগণের বিজ্ঞ কৌশলীগণের যুক্তি-তর্ক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ফরিয়াদীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদককে সহযোগিতা করেনি। তবে, এটাও ঠিক প্রতিবাদী ফরিয়াদীর প্রতিবাদটি ছেপেছেন কিন্তু শেষ পৃষ্ঠায় তাদের বক্তব্য সহকারে যা সাংবাদিকতার সাধারণ রীতিনীতিতে পড়েনা। আর ফরিয়াদী তাঁর আর্জিতে প্রতিবাদটি ছাপায়নি মর্মে যে উক্তি করেছে, তাও পুরোপুরি সঠিক নয়। এমনকি ফরিয়াদীর কৌশলীও যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন কালে প্রকৃত তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বিজ্ঞ কৌশলী ভবিষ্যতে এমনটি করবেন না বলে বিচারিক কমিটি আশা করে।

ফরিয়াদীর অভিযোগ, প্রতিপক্ষের জবাব, ফরিয়াদীর পাল্টা উত্তর এবং পক্ষগণের বক্তব্য বিবেচনা করে মাননীয় সদস্যবৃন্দের সাথে আলোচনা পূর্বক একমত হয়ে বিচারিক কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ফরিয়াদী এবং প্রতিপক্ষ তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল আচরণ করেনি। উভয়পক্ষই তাদের অবস্থান থেকে আরও সতর্ক হলে বিষয়টি এ পর্যন্ত গড়াতো না। উভয়পক্ষ ভবিষ্যতে এহেন পরিস্থিতিতে দায়িত্বশীল আচরণ করবেন বলে বিচারিক কমিটি আশা পোষন করে।

পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ দিয়ে মামলাটি বিনা খরচায় নিস্পত্তি করা হলো।

রায় প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষের পত্রিকায় রায়টি প্রচারিত সংবাদের জায়গাটিতে ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত-

(বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ)

চেয়ারম্যান

আমি একমত,	আমি একমত,	আমি একমত,
স্বাক্ষরিত-	স্বাক্ষরিত-	স্বাক্ষরিত-
(আকরাম হোসেন খান)	(মনজুরুল আহসান বুলবুল)	(ড. উৎপল কুমার সরকার)
সদস্য	সদস্য	সদস্য